রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ফেব্রুয়ারি ১, ২০১৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৯ মাঘ, ১৪২১/০১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

নিম্নলিখিত বিলটি ১৯ মাঘ, ১৪২১/০১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ০৫/২০১৫

বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও তাহাদের জীবন-মান উন্নয়নের স্বার্থে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন খাতের অবকাঠামো নির্মাণসহ সেবাখাতে ব্যাপক বিনিয়োগ নিশ্চিতকল্পে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব সৃষ্টির আইনি কাঠামো প্রদান এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে আনীত বিল

যেহেতু দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিবার মাধ্যমে জনগণের জীবন-মান উন্নয়নের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু রাষ্ট্রীয় খাতে, বিশেষত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ এবং অন্যান্য সামাজিক খাতে ব্যাপকভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ এবং উহার দ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সম্পদ বিনিয়োগ এবং বিনিয়োগকৃত সম্পদ হইতে প্রাপ্তি নিশ্চিত করিবার জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারের অধিকার ও দায়-দায়িত্বের পরিধি নির্ধারণ করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, তদারকি ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সমন্বয়ে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন; এবং

মূল্য ঃ টাকা ২০.০০

যেহেতু উক্ত উদ্দেশ্য সাধনকল্পে এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) ''অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ মন্ত্রিসভা কমিটি;

(২) ''অবকাঠামো" অর্থ রাষ্ট্রীয় খাতের এমন কোন নূতন বা বিদ্যমান ভৌত বা অ-ভৌত পরিকাঠামো বা অবকাঠামো যাহার দ্বারা গণপণ্য বা গণসেবা বা উভয়ই সৃষ্টি হয় বা করা হয়;

(৩) ''অংশীদারিত্ব চুক্তি" বা "পিপিপি চুক্তি" অর্থ এই আইনের অধীন সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ এবং প্রকল্প কোম্পানির মধ্যে স্বাক্ষরিত কোন চুক্তি;

(৪) "উপদেষ্টা পরিষদ" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ;

(৫) "গণপণ্য" অর্থ এমন কোন পণ্য যাহা সর্বসাধারণের জন্য রাষ্ট্রীয় খাতের অবকাঠামো হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদিত বা উৎসারিত বা সৃষ্টি হয় বা করা হয়;

(৬) "গণসেবা" অর্থ এমন কোন সেবা যাহা সর্বসাধারণের জন্য রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদিত বা উৎসারিত বা সৃষ্টি হয় বা করা হয়;

(৭) "চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা তদধীন কোন দপ্তর বা অধিদপ্তর বা পরিদপ্তর, বা কর্পোরেশন বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, স্থানীয় সরকার, বা অনুরূপ কোন সংস্থা;

(৮) "দরপত্র" অর্থ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত কোন কারিগরি বা আর্থিক বা উভয় প্রস্তাব;

(৯) "দরপত্র দলিল" অর্থ এমন কোন দলিল যেখানে অন্যান্য তথ্যের সহিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দরপত্র প্রস্তুত ও দাখিল সংক্রান্ত তথ্য চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ সন্নিবেশ করিয়া থাকে;

(১০) "দরপত্রদাতা" অর্থ দরপত্র প্রদানকারী কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান;

(১১) "দরপত্র প্রক্রিয়া" অর্থ এই আইনের চতুর্থ অধ্যায়ের ধারা ১৮ এর অধীন উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জারি হইতে নির্বাচিত দরপত্রদাতা ঘোষণা করা পর্যন্ত যে কোন বা সকল পদক্ষেপ;

(১২) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি বা আদেশ দ্বারা নির্ধারিত;

(১৩) "নির্বাচিত দরপত্রদাতা" অর্থ দরপত্র দলিলে বর্ণিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে দরপত্র মূল্যায়নের মাধ্যমে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় সর্বোত্তম দরপত্রদাতা;

(১৪) "নেগোসিয়েশন (negotiation)" অর্থ ধারা ২০ এ বর্ণিত নেগোসিয়েশন;

(১৫) "পিপিপি অফিস" অর্থ ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অফিস";

(১৬) "পিপিপি প্রকল্প" অর্থ রাষ্ট্রীয় খাতের কোন অবকাঠামো নির্মাণ বা বিনির্মাণ সংক্রান্ত এমন কোন প্রকল্প যাহা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত;

(১৭) "প্রকল্প" অর্থ এমন কোন কর্মকাণ্ড বা কর্মসূচি বা উভয়ের সমষ্টি যাহার মাধ্যমে নিম্নরূপ পরিকল্পনা বা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, যথা :—

(ক) নূতন কোন অবকাঠামো নির্মাণ বা পরিচালনা বা উভয় করিবার পরিকল্পনা;

(খ) বিদ্যমান কোন অবকাঠামো বিনির্মাণ করিবার পরিকল্পনা; বা

(ঘ) দফা (ক) ও (খ) এ বর্ণিত উভয় কর্মকাণ্ড করিবার পরিকল্পনা;

(ঘ) কোন অবকাঠামোর সুবিধার সহিত সংযুক্ত নহে এমন সকল পণ্য বা সেবা সরবরাহ;

(১৮) "প্রকল্প কোম্পানি" অর্থ ধারা ২১ এ উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে, কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত কোন কোম্পানি, এবং উক্ত অর্থে বেসরকারি অংশীদারও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৯) "প্রণোদনা" অর্থ পিপিপি প্রকল্পে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করিবার জন্য সরকার তথা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত বা ঘোষিত কোন সাধারণ বা বিশেষ সুবিধা বা ভর্তুকি, এবং উক্ত অর্থে আর্থিক ও নীতিগত সুবিধাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২০) "প্রাক-যোগ্য প্রতিষ্ঠান" অর্থ প্রাক-যোগ্য হিসাবে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বাচিত বা ঘোষিত কোন প্রতিষ্ঠান;

(২১) "প্রাক-যোগ্যতা আবেদন ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি" অর্থ প্রাক-যোগ্যতা আবেদন, এবং দরপত্রের কারিগরি বা আর্থিক বা উভয় প্রস্তাব মুল্যায়নের জন্য একাধিক সদস্য সমন্বয়ে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, আদেশ দ্বারা, গঠিত কোন কমিটি;

(২২) "প্রাক-যোগ্যতা প্রক্রিয়া" অর্থ এই আইনের চতুর্থ অধ্যায়ের ধারা ১৭ অধীন উন্মুক্ত প্রাক-যোগ্যতা বিজ্ঞপ্তি জারি হইতে প্রাক-যোগ্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচন বা ঘোষণা করা পর্যন্ত যে কোন বা সকল পদক্ষেপ;

(২৩) "বাস্তবায়ন" অর্থ পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ;

(২৪) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধি;

(২৫) "বিনির্মাণ" অর্থে বিদ্যমান অবকাঠামোর পুনঃনির্মাণ, পুনর্বাসন, আধুনিকায়ন, সংস্কার, সম্প্রসারণ, বর্ধিতকরণ, পরিবর্তন এবং পরিচালনও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৬) "বিনিয়োগ" অর্থ অংশীদারিত্ব চুক্তির অধীন পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বেসরকারি অংশীদার কর্তৃক অর্থায়ন;

(২৭) "বেসরকারি অংশীদার" অর্থ চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত পিপিপি চুক্তির অপর পক্ষ; এবং উক্ত অর্থে প্রকল্প কোম্পানির ইকুইটি সরবরাহকারী (equity provider) অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৮) "বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন প্রক্রিয়া" অর্থ ধারা ১৬, ১৭ ও ১৮ এ বর্ণিত প্রক্রিয়া;

(২৯) "বেসরকারি প্রতিষ্ঠান" অর্থ কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি বা যে কোন দেশি বা বিদেশি কোম্পানি, সমিতি, আইনগত স্বত্তা, ব্যক্তিসমষ্টি, কনসোশিয়াম, ফাউন্ডেশন বা ট্রাস্ট; তবে, দেশি বা বিদেশি কোন কোম্পানিতে সরকারের ৪৯ (ঊনপঞ্চাশ) শতাংশের অধিক শেয়ার বা ইকুইটি থাকিলে উহা এই অভিব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(৩০) "মন্ত্রিসভা কমিটি" অর্থ Rules of Business, 1996 এর rule 18 এর অধীন গঠিত Cabinet Committee on Economic Affairs;

(৩১) "রাষ্ট্রীয় খাত" অর্থ সরকার কর্তৃক, সময় সময়, আদেশ দ্বারা নির্ধারিত কোন সরকারি খাত; এবং

(৩২) "সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব" বা "অংশীদারিত্ব" বা "পিপিপি" অর্থ গণপণ্য বা গণসেবা বা উভয়ই সৃষ্টির লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় খাতের কোন নূতন অবকাঠামো নির্মাণ ও বিদ্যমান অবকাঠামো বিনির্মাণের জন্য নির্ধারিত যে কোন ধরনের চুক্তিয় ব্যবস্থা যাহার দ্বারা বেসরকারি অংশীদার পণ বা প্রতিদানের বিনিময়ে আর্থিক, কারিগরি, বাণিজ্যিক পরিচালন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ঝুঁকি গ্রহণ করে।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
উপদেষ্টা পরিষদ ও মন্ত্রিসভা কমিটি
এবং
পিপিপি অফিস ও চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ

৪। **উপদেষ্টা পরিষদ, উহার কার্যাবলি ও সভা**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, সরকার, এই ধারার বিধানাবলি সাপেক্ষে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, 'সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব উপদেষ্টা পরিষদ' নামে একটি পরিষদ গঠন করিবে।

(২) প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি, অর্থমন্ত্রী উহার সহ-সভাপতি, এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব উহার সদস্য-সচিব হইবেন।

(৩) উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি যে কোন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে বা যে কোন সদস্যকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) পিপিপি অফিস উপদেষ্টা পরিষদের সচিবালয় হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে।

(৫) উপদেষ্টা পরিষদের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) পিপিপি কর্মসূচি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;

(খ) পিপিপি প্রকল্পের অগ্রগতি তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন;

(গ) মন্ত্রিসভা কমিটি, পিপিপি অফিস এবং, ক্ষেত্রমত, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা বা জটিলতা নিরসন; এবং

(ঙ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় অন্য কোন কার্য সম্পাদন।

(৬) উপদেষ্টা পরিষদ প্রতি ৬ (ছয়) মাসে অন্যূন ১ (এক) বার সভায় মিলিত হইবে।

(৭) পরিষদের সভার কার্যপদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫। **মন্ত্রিসভা কমিটির ক্ষমতা**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মন্ত্রিসভা কমিটির নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা :—

(ক) পিপিপি নীতিমালা, আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালা প্রণয়নের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান;

(খ) পিপিপি প্রকল্প অনুমোদন সম্পর্কিত নীতি, নির্দেশনা ও পদ্ধতি অনুমোদন;

(গ) পিপিপি প্রকল্প নীতিগত বা চূড়ান্ত অনুমোদন;

(ঘ) পিপিপি প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত দরদাতা অনুমোদন;

(ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পিপিপি চুক্তির সমাপ্তি অনুমোদন;

(চ) পিপিপি প্রকল্পে সরকারি আর্থিক অংশগ্রহণ ও প্রণোদনা বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান;

(ছ) পিপিপি চুক্তির নমুনা অনুমোদন;

(জ) পিপিপি কার্যালয়ের সাংবিধানিক কাঠামো ও কার্যপরিধি নির্ধারণ ও অনুমোদন; এবং

(ঝ) নির্ধারিত অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

(২) পিপিপি অফিস মন্ত্রিসভা কমিটিকে সার্বিক সহয়তা প্রদান করিবে।

৬। **পিপিপি অফিস প্রতিষ্ঠা ও উহার কার্যাবলি**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত 'পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) অফিস' এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) পিপিপি অফিসের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) পিপিপি প্রকল্পের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং মন্ত্রিসভা কমিটির সভাপতিকে অবহিত করণ;

(খ) পিপিপি প্রকল্প বিষয়ে মতামত প্রদান;

(গ) বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ;

(ঘ) কারিগরি ও উৎকৃষ্ট সদাচার (best Practices), প্রাক-যোগ্যতা ও দরপত্র দলিল এবং অংশীদারিত্ব চুক্তির নমুনা উদ্ভাবন ও নিরীক্ষা (vetting) গ্রহণ;

(ঙ) পিপিপি প্রকল্পে সরকারের আর্থিক অংশগ্রহণ ও প্রণোদনা বিষয়ে মতামত প্রদান;

(চ) পিপিপি প্রকল্প কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;

(ছ) পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ বা উভয়ের কার্যপরিধি ও নিয়োগের পদ্ধতি নির্ধারণ;

(জ) পিপিপি প্রকল্পের জন্য পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ বা উভয়ের জন্য প্যানেল প্রস্তুত করা এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত প্যানেল হইতে পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ বা উভয় নির্বাচন প্রক্রিয়াকরণ;

(ঝ) পিপিপি প্রকল্পে বেসরকারি অর্থায়ন উৎসাহিত করা এবং এতদুদ্দেশ্যে সফর, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ইত্যাদি আয়োজন ও অনুমোদন;

(ঞ) পিপিপি সংক্রান্ত বিধি-বিধান ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ; এবং

(ট) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নির্ধারিত অন্য কোন কার্য সম্পাদন।

৭। **প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা**।—(১) পিপিপি অফিসের একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন।

(২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে নিযুক্ত হইবেন।

(৩) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, উপদেষ্টা পরিষদ ও মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত ও নীতি বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং তিনি, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর নিকট জবাবদিহি ও প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

৮। **কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ**।—(১) পিপিপি অফিস উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকরির শর্তাবলি বিধি বা, ক্ষেত্রমত, চুক্তির দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছাড়াও, পিপিপি অফিস, এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শক বা উভয়ই নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের নিয়োগের শর্তাবলি বিধি বা চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৯। **পিপিপি অফিসের মতামত গ্রহণ**।—চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত বিষয় বা ক্ষেত্রে পিপিপি অফিসের মতামত, তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে, গ্রহণ করিবে, যথা :—

(ক) নীতিগত অনুমোদনের জন্য উত্থাপনীয় পিপিপি প্রকল্প প্রস্তাব;

(খ) পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ বা উভয় নিয়োগের প্রস্তাব;

(গ) প্রাক-যোগ্যতা ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠনের প্রস্তাব;

(ঘ) চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উত্থাপনীয় অংশীদারিত্ব চুক্তি;

(ঙ) সম্পাদনের পর অংশীদারিত্ব চুক্তি সংশোধনের প্রস্তাব;

(চ) নেগোশিয়েশন কার্যক্রম; এবং

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্ধারিত অন্য কোন বিষয় বা প্রস্তাব।

১০। **চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি**।—(১) এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানাবলি সাপেক্ষে, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বীয় খাতের যে কোন অবকাঠামো নির্মাণ বা বিদ্যমান অবকাঠামো বিনির্মাণের জন্য বেসরকারি অংশীদারের সহিত অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) পিপিপি প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রণয়ন ও ব্যয় নিরূপণ;

(খ) নিজস্ব খাতের অগ্রাধিকার প্রকল্প নির্বাচন;

(গ) পিপিপি প্রকল্প সংক্রান্ত বিষয়ে পিপিপি অফিসের মতামত গ্রহণ;

(ঘ) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নীতিগত বা চূড়ান্ত বা উভয় অনুমোদন গ্রহণ;

(ঙ) পিপিপি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা;

(চ) পিপিপি প্রকল্পে সরকারি আর্থিক অংশগ্রহণ ও প্রণোদনা বিষয়ে মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন গ্রহণ;

(ছ) প্রাক-যোগ্যতা দলিল ও দরপত্র দলিল প্রণয়ন;

(জ) প্রাক-যোগ্যতা ও দরপত্র পক্রিয়া পরিচালনা;

(ঝ) প্রাক-যোগ্যতা ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন;

(ঞ) প্রাক-যোগ্যতা ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুমোদন;

(ট) আনসলিসিটেট প্রোপোজাল গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ;

(ঠ) নেগোসিয়েশন পরিচালনা ও অনুষ্ঠান;

(ড) চুক্তি সম্পাদন ও ব্যবস্থাপনা;

(ঢ) পিপিপি প্রকল্পের কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ;

(ণ) অংশীদারিত্ব চুক্তির মেয়াদান্তে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অবকাঠামোর দায়িত্ব গ্রহণ; এবং

(ত) নির্ধারিত অন্য কোন কার্য।

(৩) পিপিপি প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) প্রকল্পের অগ্রগতি ও কার্যক্রম বিষয়ে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময় অন্তর, পিপিপি অফিসে প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পিপিপি অফিস যে কোন সময় চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের নিকট যে কোন তথ্য-উপাত্ত যাচনা করিতে পারিবে এবং চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদন

১১। **পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ।**—(১) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তদধীন খাতের যে কোন অবকাঠামো চিহ্নিতক্রমে উহা নির্মাণ বা বিনির্মাণের জন্য পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বেসরকারিকরণ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৫ নং আইন) এর অধীন সরকার কর্তৃক, সময় সময়, বেসরকারিকরণের জন্য নির্দিষ্টকৃত রাষ্ট্রীয় খাতের অবকাঠামোর ক্ষেত্রে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, এই আইনের অধীন, পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ করিবে না।

১২। **পিপিপি প্রকল্প অনুমোদন।**—(১) পিপিপি অফিসের মতামত গ্রহণ ও নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতীত, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কোন পিপিপি প্রকল্প নীতিগত অনুমোদনের জন্য অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিতে পারিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নীতিগত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত পিপিপি প্রকল্পের সকল বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ উহা নীতিগতভাবে অনুমোদন করিতে বা, ক্ষেত্রমত, প্রত্যাখ্যান করিতে বা পুনঃপরীক্ষার জন্য চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ফেরত প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন প্রকল্প নীতিগতভাবে অনুমোদিত হইলে, পিপিপি অফিসের এতদসংক্রান্ত পরিচালনা গাইডলাইন অনুযায়ী চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ স্বয়ং অথবা পিপিপি অফিসের সহায়তায় উক্ত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করিবে।

(৪) দরপত্র প্রক্রিয়ার অনুবৃত্তিক্রমে নির্বাচিত দরপত্রদাতার সহিত নেগোসিয়েশন সফল হইবার পর, উক্ত দরপত্রদাতার সহিত অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, পিপিপি অফিসের মতামত গ্রহণান্তে, উক্ত নেগোসিয়েটেড প্রস্তাবটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট কোন প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিতে বা ক্ষেত্রমত, প্রত্যাখ্যান করিতে বা পুনঃপরীক্ষার জন্য চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ফেরত প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নেগোসিয়েশনের ফলাফল চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কোন পিপিপি চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে না।

১৩। **জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প।**—(১) দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিবার বা জনসাধারণের বড় ধরণের কোন দুর্ভোগ দ্রুত নিরসনের প্রয়োজনে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, মন্ত্রিসভার অনুমোদন সাপেক্ষে, তৎখাতের যেকোন প্রকল্পকে জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) এই আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, মন্ত্রিসভার অনুমোদন সাপেক্ষে, জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প অনুমোদন, বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন, নেগোসিয়েশন, ইত্যাদির জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি বা সাব-কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত কমিটির কর্মপরিধি, কার্য পদ্ধতি ও সভা অনুষ্ঠানসহ জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প অনুমোদন, বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন, নেগোসিয়েশন, ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়াদি সরকার কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৪। **পিপিপি প্রকল্পে সরকারি আর্থিক অংশ গ্রহণ।**—সরকার পিপিপি প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত কর্মকাণ্ডের বিপরীতে অর্থ প্রদান করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) কারিগরি সহায়তার বিপরীতে অর্থায়ন (Technical assistance Financing);

(খ) আর্থিক সামর্থ্য ঘাটতির বিপরীতে অর্থায়ন (Viability Gap Financing);

(গ) প্রকল্প কোম্পানীতে ইকুইটি ক্রয় বা ঋণের বিপরীতে অর্থায়ন (Financing against Equity and Loan);

(ঘ) পিপিপি প্রকল্পের সহিত সংযুক্ত কম্পোন্যান্ট বাস্তবায়নের বিপরীতে অর্থায়ন (Financing against linked component);

(ঙ) মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কর্মকাণ্ডের বিপরীতে অর্থায়ন।

১৫। **প্রণোদনা প্রদানে সরকারের ক্ষমতা।**—(১) পিপিপি প্রকল্পে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করিবার জন্য সরকার তথা অর্থ বিভাগ, মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, সরকারি গেজেটে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, প্রণোদনা ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) প্রণোদনা বিষয়টি পিপিপি প্রকল্পের প্রাক-যোগ্যতা বিজ্ঞাপণ, প্রাক-যোগ্যতা দলিল ও দরপত্র দলিলে উল্লেখ করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন

১৬। **বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন প্রক্রিয়া।**—(১) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নীতিগত অনুমোদন ব্যতীত, কোন চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ পিপিপি প্রকল্পের জন্য বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন প্রক্রিয়া গ্রহণ করিবে না।

(২) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে, দুই ধাপ পদ্ধতি (তথা প্রাক-যোগ্যতা ও দরপত্র প্রক্রিয়া, ধারা ১৭ ও ১৮ অনুসরণে) বা, ক্ষেত্রমত, এক ধাপ পদ্ধতি (তথা শুধু দরপত্র প্রক্রিয়া, ধারা ১৮ অনুসরণে) গ্রহণক্রমে বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন করিতে পারিবে।

১৭। **প্রাক-যোগ্যতা প্রক্রিয়া।**—(১) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত প্রচার-মাধ্যমে নির্ধারিত প্রাক-যোগ্যতা বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে, উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময় ও পদ্ধতিতে, প্রাক-যোগ্যতা আবেদন আহ্বান করিবে।

(২) প্রাক-যোগ্যতা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে আগ্রহী যে কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রাক-যোগ্যতা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত প্রাক-যোগ্যতা দলিল সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(৩) প্রাক-যোগ্যতা বিজ্ঞপ্তি বা প্রাক-যোগ্যতা দলিল বিষয়ে কোন ধরনের স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হইলে, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা স্পষ্টীকরণ করিয়া সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করিবে।

(৪) প্রাক-যোগ্যতা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে আগ্রহী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে, প্রাক-যোগ্যতা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদ্ধতি ও সময়ের মধ্যে, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত তথ্য ও কাগজাদিসহ প্রাক-যোগ্যতা আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(৫) প্রাক-যোগ্যতা ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি, প্রাক-যোগ্যতা দলিলে উল্লিখিত প্রাক-যোগ্যতা নির্ণায়কের ভিত্তিতে, প্রত্যেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রাক-যোগ্যতা আবেদন মূল্যায়ন করিবে এবং উহাতে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নক্রমে, সুপারিশসহ, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের প্রধানের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৬) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান, উপ-ধারা (৫) এর অধীন, প্রাপ্ত সুপারিশ বিবেচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং উহা সকল প্রাক-যোগ্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৭) প্রাক-যোগ্যতা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য দুই বা ততোধিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কনসোসিয়াম গঠন করিতে পারিবে এবং কনসোসিয়াম গঠনের পদ্ধতি এবং উহার দায়-দায়িত্ব ও শর্তাবলী বিধি ও আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৮। **দরপত্র প্রক্রিয়া**।—(১) শুধু দরপত্র প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হইলে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত প্রচার-মাধ্যমে নির্ধারিত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে, উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময় ও পদ্ধতিতে, দরপত্র আবেদন আহ্বান করিবে।

(২) প্রাক-যোগ্যতা প্রক্রিয়া ও দরপত্র প্রক্রিয়া (উভয়) গ্রহণ করা হইলে, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাক-যোগ্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের পর উহাদেরকে দরপত্র দলিলসহ নির্ধারিত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সরবরাহ করিবে।

(৩) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বা দরপত্র দলিল বিষয়ে কোন স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হইলে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা স্পষ্টীকরণ করিবে এবং, প্রয়োজনে, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বা দরপত্র দলিল সংশোধনকরত উহা সকল প্রাক-যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করিবে।

(৪) আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বা দরপত্র দলিলে উল্লিখিত তারিখ, সময় ও স্থানে এবং পদ্ধতিতে, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দরপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(৫) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বা দরপত্র দলিলে উল্লিখিত তারিখ ও সময় অতিক্রান্ত হইবার পর কোন দরপত্র গ্রহণ করা যাইবে না, এবং উক্ত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর প্রাপ্ত দরপত্র, উন্মুক্ত না করিয়া, ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৬) দরপত্র দলিলে উল্লিখিত নির্ণায়ক, উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনুসরণক্রমে প্রাক-যোগ্যতা ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি প্রতিটি দরপত্র মূল্যায়ন করিবে।

(৭) প্রাক-যোগ্যতা ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতক্রমে সর্বোত্তম দরপত্রদাতাকে নির্বাচিত ঘোষণা করিয়া চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিবে।

(৮) দরপত্র মূল্যায়নের পরে একটিমাত্র দরপত্র সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য (Responsive) বিবেচিত হইলেও প্রাক-যোগ্যতা ও মূল্যায়ন কমিটি উক্ত দরপত্রদাতাকে নির্বাচিত দরপত্রদাতা ঘোষণা করিয়া সুপারিশ করিতে পারিবে।

(৯) প্রত্যেক আগ্রহী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের অনুকূলে, পিপিপি প্রকল্পের প্রাক্কলিত মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া দরপত্র দলিলে নিরূপিত দরপত্র জামানত জমা প্রদান সাপেক্ষে, দরপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(১০) দরপত্র দলিলে উল্লিখিত কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ আগ্রহী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত দরপত্র জামানত বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে না।

(১১) দরপত্র দাখিলের তারিখ হইতে উহাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ অকৃতকার্য আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহকে তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিরাপত্তা জামানত ফেরত প্রদান করিবে।

১৯। **আনসলিসিটেড প্রোপোজাল**।—(১) যে কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে, রাষ্ট্রীয় খাতের কোন অবকাঠামো নির্মাণ বা বিদ্যমান অবকাঠামো বিনির্মাণ ও পরিচালনার প্রস্তাব সম্বলিত যে কোন প্রকারের পিপিপি প্রকল্প প্রস্তাব চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে পারিবে।

(২) প্রতিটি আনসলিসিটেড প্রোপোজালের সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) প্রোপোজাল দাখিলের আবেদন পত্র (Letter of Submission);

(খ) প্রকল্পের বিবরণ;

(গ) সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন;

(ঘ) আনসলিসিটেড দরপত্রদাতার বিবরণ;

(ঙ) আনসলিসিটেড দরপত্রদাতার কারিগরি ও আর্থিক সামর্থের বিবরণ; এবং

(চ) নির্ধারিত অন্য কোন তথ্য।

(৩) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আনসলিসিটেড প্রোপোজাল মূল্যায়ন করিবে এবং পিপিপি অফিসের পরামর্শ গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "আনসলিসিটেড প্রোপোজাল (Unsolicited Proposal)" অর্থ কোন বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্ব-উদ্যোগে দাখিলকৃত কোন লিখিত প্রস্তাব, যাহা সরকারের কোন আনুষ্ঠানিক অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত নয়।

২০। **নেগোসিয়েশন**।—(১) অংশিদারিত্ব চুক্তির যে সকল শর্ত নেগোসিয়েনের জন্য উন্মুক্ত নহে সেই সকল শর্ত ব্যতীত কেবল নেগোসিয়েশেনযোগ্য শর্তাবলির বিষয়ে নেগোসিয়েশন করা যাইবে।

(২) ছাড় প্রদান ব্যতীত, দরপত্রদাতার সহিত নেগোসিয়েশন সম্ভব না হইলে, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নেগোসিয়েনের পরিবর্তে দরপত্রদাতাকে তাহার সর্বোত্তম ও চূড়ান্ত দরপত্র প্রস্তাব প্রস্তুত ও দাখিল করিবার জন্য যুক্তিসংগত সময় প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন দাখিলকৃত দরপত্র প্রস্তাব চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য না হইলে, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ যোগ্যতার মান অর্জনকারী অন্যান্য দরপত্রদাতাগণকে তাহাদের অগ্রগণ্যতার মানক্রম অনুসারে নেগোসিয়েশনের জন্য আহবান করিতে পারিবে।

২১। **প্রকল্প কোম্পানি গঠন**।—(১) চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত দরপত্রদাতা, পিপিপি চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে, নির্ধারিত শর্তাবলি পালন করিয়া, কোম্পানি গঠন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনের বিধান অনুযায়ী শেয়ার দ্বারা সীমিতদায় কোম্পনি গঠন করিবে।

(২) কোম্পানি গঠন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রকল্প কোম্পানির শতভাগ মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ বেসরকারি অংশীদারের থাকিতে পারিবে এবং উহাতে শেয়ার বা ইকুইটি ক্রয়কারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ভোটাধিকার আদেশ দ্বারা নির্ধারিত অংশের অধিক হইবে না।

(৩) পিপিপি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার পর, বেসরকারি অংশীদারের সকল দায়-দায়িত্ব ও অধিকার প্রকল্প কোম্পানির উপর অর্পিত হইবে।

(৪) প্রকল্প পরিচালনকালে (operation period) অন্তত তিন বৎসর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত বেসরকারি অংশীদার প্রকল্প কোম্পানির শতভাগ শেয়ার ধারণ করিতে পারিবে, এবং প্রকল্প কোম্পানিতে উহার শেয়ার আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তর করিবার ক্ষেত্রে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) প্রকল্প কোম্পানির সংঘস্মারক, সংঘবিধি ও উপ-আইন বা উহার নিয়ন্ত্রক দলিলে কোন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন হইলে, বেসরকারি অংশীদারকে উক্তরূপ পরিবর্তন সাধনের পূর্বে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "প্রকল্প পরিচালনকাল (operation period)" অর্থ পিপিপি চুক্তিতে সংজ্ঞায়িত প্রকল্প পরিচালনাকাল।

২২। **পিপিপি চুক্তি সম্পাদন**।—(১) চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত দরপত্রদাতার সহিত সম্মত শর্তের উপর ভিত্তি করিয়া চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ পিপিপি চুক্তি প্রস্তুত করিবে এবং পিপিপি অফিসের সম্মতি গ্রহণ করিয়া চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিবে।

(২) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অনুমোদন এবং এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধানাবলি অনুসরণ ব্যতীত, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প কোম্পানির সহিত পিপিপি চুক্তি সম্পাদন করিবে না।

২৩। **পিপিপি চুক্তির সার-সংক্ষেপ প্রকাশ**।—পিপিপি চুক্তি সম্পাদনের পর, প্রকল্প কোম্পানির পরিচয়সহ নিম্নবর্ণিত তথ্য সম্বলিত একটি সার-সংক্ষেপ চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ এবং পিপিপি অফিসের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) প্রকল্পের মেয়াদ;

(খ) প্রকল্পের ব্যয়;

(গ) প্রকল্পের ব্যাপ্তি; এবং

(ঘ) নির্ধারিত অন্য কোন তথ্য।

পঞ্চম অধ্যায়

দুর্নীতিমূলক অপরাধ ও স্বার্থের সংঘাত

২৪। **দুর্নীতিমূলক অপরাধের মামলা।**—(১) বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন প্রক্রিয়া ও পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের সহিত জড়িত কোন ব্যক্তি যদি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, উক্ত প্রক্রিয়া পরিচালনা বা উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কোন দুর্নীতিমূলক কার্য, প্রতারণামূলক কার্য, চক্রান্তমূলক কার্য বা জবরদস্তিমূলক কার্যে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি দুর্নীতি বা, ক্ষেত্রমত, অসদাচরণ বা উভয়ের জন্য দায়ী হইবেন এবং তাহার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে দুর্নীতির মামলাসহ আচরণ ও শৃংখলা সংক্রান্ত চাকরি বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা দায়ের করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দুর্নীতিমূলক কার্য, প্রতারণামূলক কার্য, চক্রান্তমূলক কার্য বা জবরদস্তিমূলক কার্যের সহিত কোন প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী বা সাময়িকভাবে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণাসহ, ক্ষেত্রমত, উহার প্রাক-যোগ্যতা, দরপত্র বা পিপিপি চুক্তি বাতিল করতে হইবে।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "দুর্নীতিমূলক কার্য", "প্রতারণামূলক কার্য", "জবরদস্তিমূলক কার্যে" ও "চক্রান্তমূলক কার্য" অভিব্যক্তিসমূহ পাবলিক প্রকিউটরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪নং আইন) এর অধীন প্রণীত পাবলিক প্রকিউটরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ১২৭ এ সংজ্ঞায়িত অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

২৫। **স্বার্থের সংঘাত।**—বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন প্রক্রিয়া বা পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের সহিত জড়িত কোন ব্যক্তির নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন প্রকল্প বা সংযুক্ত প্রকল্পের সহিত জড়িত কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সহিত তাহার, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, স্বার্থের সংঘাত রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্তরূপ প্রতীয়মান হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত প্রক্রিয়া বা প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব হইতে নিজেকে প্রত্যাহার করিয়া লইবেন; এবং যদি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে প্রত্যাহার না করেন, তাহা হইলে উহা ধারা ২৪ এ সংজ্ঞায়িত অর্থে 'চক্রান্তমূলক কার্য' বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "স্বার্থের সংঘাত" বলিতে কোন ব্যক্তি বা তাহার স্ত্রী বা পুত্র বা কন্যার, কোন প্রকল্প বা সংযুক্ত প্রকল্প বা কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসার সহিত এমন কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আর্থিক বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক বা স্বার্থকে বুঝাইবে, যাহার দ্বারা উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন প্রক্রিয়া বা পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রদেয় সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হইতে পারে বা হইবার সম্ভাবনা থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অংশীদারিত্ব চুক্তির শর্তাবলি

২৬। **অংশীদারিত্ব চুক্তির শর্তাবলি।**—(১) এই আইন, তদধীন প্রণীত বিধিমালা ও দরপত্র দলিলে বর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ অংশীদারিত্ব চুক্তি প্রণয়ন করিবে।

(২) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ ও নির্বাচিত বেসরকারি অংশীদারের আইনগত সম্পর্ক, ঝুঁকির বন্টন ও উহাদের অধিকার ও দায়-দায়িত্ব অংশীদারিত্ব চুক্তির শর্তাবলি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৭। **নিয়ন্ত্রণকারী আইন** (Governing Law)।—অংশীদারিত্ব চুক্তিতে ভিন্নতর কিছু না থাকিলে, বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন হইবে অংশীদারিত্ব চুক্তির নিয়ন্ত্রণকারী আইন (Governing Law)।

২৮। **প্রবেশধিকার**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রকল্প কোম্পানি বা উহার কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিম্নবর্ণিত যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) প্রকল্প এলাকার যে কোন ভূমিতে প্রবেশ, উহাতে অবস্থিত যে কোন বস্তু পরিদর্শন এবং তৎসংশ্লিষ্ট যে কোন রেকর্ডপত্র বা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, যাচনা ও পর্যালোচনা করা; এবং

(খ) প্রকল্প এলাকা ও তদস্থিত ভূমিতে অনুসন্ধান, নমুনা সংগ্রহ, জরিপ, নির্মাণ ও খননসহ প্রয়োজনীয় যে কোন কার্য সম্পাদন করা।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রবেশাধিকার প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রে জমির মালিক বা দখলদারকে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অন্যূন ৫(পাঁচ) কার্য দিবসের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কৃত কোন কার্যের জন্য কোন ভূমির কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হইলে, প্রকল্প কোম্পানিকে উহার জন্য, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে, ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

২৯। **লেভি নির্ধারণ, আরোপ ও সমন্বয়**।—(১) গণপণ্য বা গণসেবা সরবরাহ করিবার বিনিময়ে অংশীদারিত্ব চুক্তি অনুযায়ী লেভি আরোপ করিবার অধিকার প্রকল্প কোম্পানির থাকিবে।

(২) পিপিপি চুক্তিতে লেভি নির্ধারণের এবং সমন্বয়ের পদ্ধতি ও সূত্র বিধৃত থাকিতে হইবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "লেভি" অর্থ গণপণ্য বা গণসেবা সরবরাহ করিবার বিনিময়ে অংশীদারিত্ব চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্প কোম্পানি কর্তৃক প্রাপ্য অর্থ; এবং ট্যারিফ, টোল, ফি, বা চার্জও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩০। **বিরোধ নিষ্পত্তি**।—(১) পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পিপিপি চুক্তির বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন বিরোধ উদ্ভূত হইলে, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ ও প্রকল্প কোম্পানি নিম্নবর্ণিত উপায়ে উহা নিষ্পত্তি করিবে, যথা:—

(ক) পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে;

(খ) পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে মিমাংসা না হওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে;

(গ) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে মিমাংসা না হওয়ার ক্ষেত্রে ঢাকা শহরে বা সম্মত অন্য কোন স্থানে সালিস (Arbitration) এর মাধ্যমে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আইন, পক্ষগণ কর্তৃক সম্মত আইন বা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যাইবে।

(৩) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন বা আইনের মর্যাদাসম্পন্ন দলিলে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পিপিপি চুক্তির বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিরোধ উপ-ধারা (১) এর অধীন নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ না করিয়া কোন পক্ষ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবে না।

৩১। **সামাজিক বিচার্য বিষয়।**—অংশীদারিত্ব চুক্তিতে এমন কোন শর্তের সন্নিবেশ করা যাইবে না যাহা শ্রমিকদের মজুরির মান ও সাধারণ জনগণের সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত কোন বিধানের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ হয়।

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ

৩২। **অভিযোগ, পুনরীক্ষণ ও আপিল পদ্ধতি।**—(১) কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দরপত্রদাতা বা নির্বাচিত দরপত্রদাতা যদি চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ বা উহার কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা সিদ্ধান্ত দ্বারা সংক্ষুব্ধ হন, তাহা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠান বা দরপত্রদাতা, নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে, উক্ত কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তার নিকট, সংশ্লিষ্ট আদেশ বা সিদ্ধান্ত পুনরীক্ষণের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা দরপত্রদাতা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পুনরীক্ষণের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হইলে কিংবা পুনরীক্ষণের আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা দরপত্রদাতা, নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে, নির্ধারিত আপিল কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তার নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) আপিল কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা, নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে, আপিল নিষ্পত্তি করিবে।

৩৩। **গণপণ্য ও গণসেবা ব্যবহারকারীর অভিযোগ নিষ্পত্তি।**—অংশীদারিত্ব চুক্তির মেয়াদকালে যে কোন সময়, প্রকল্প কোম্পানি কর্তৃক গণপণ্য সরবরাহ বা গণসেবা প্রদান করিবার ক্ষেত্রে উহার ব্যবহারকারীগণের দাবি বা অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে, প্রয়োজনীয় পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প কোম্পানিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৩৪। **গোপনীয়তা।**— (১) এই আইন বা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) এ ভিন্নতর কিছু না থাকিলে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ প্রাক-যোগ্যতা, দরপত্র প্রক্রিয়া ও নেগোসিয়েশন প্রক্রিয়া ও অনুমোদন সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র, তথ্য, দলিল-দস্তাবেজের গোপনীয়তা এমনভাবে সংরক্ষণ করিবে যাহাতে উহাদের বিষয়বস্তু প্রতিযোগীদের নিকট প্রকাশিত না হয়।

(২) আদালতের আদেশ বা পক্ষগণের সম্মতি ব্যতিরেকে, কোন কারিগরি, আর্থিক বা অন্য কোন তথ্য তৃতীয় কোন পক্ষের নিকট প্রকাশ করা যাইবে না।

৩৫। **নথি সংরক্ষণ ও পরিদর্শন।**—(১) নথি সংরক্ষণ সংক্রান্ত অন্য কোন আইন বা আইনের সমমর্যাদাসম্পন্ন দলিলাদিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, তথ্য, দলিল-দস্তাবেজ ও নথি, নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়ের জন্য, সংরক্ষণ করিবে এবং উহা প্রকাশ্য দলিল হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের জন্য, নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে, পিপিপি চুক্তি বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন সম্পূরক বা অতিরিক্ত চুক্তি পরিদর্শন বা উহার অনুলিপি গ্রহণের ব্যবস্থা করিবে।

৩৬। **মূল্য, বকেয়া এবং ফি আদায়।**—কোন ব্যক্তি বা প্রকল্প কোম্পানির নিকট কোন পাওনা, যেমন: মূল্য, বকেয়া, ফি, জরিমানা বা ক্ষতির অর্থ অনাদায়ী থাকিলে চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ উহা Public Demands Recovery Act, 1913 (No. III of 1913) এর বিধান অনুযায়ী সরকারি দাবি হিসাবে আদায় করিতে পারিবে।

৩৭। **অসুবিধা দূরীকরণার্থ সরকারের ক্ষমতা।**—এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার কোন বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হইলে, সরকার, এই আইনের অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৩৮। **তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার।**—এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন কোন কার্য সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর বিধান সাপেক্ষে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাইবে।

৩৯। **ক্ষমতা অর্পণ।**—পিপিপি অফিস, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উহার কতিপয় ক্ষমতা, কতিপয় ক্ষেত্রে এবং শর্তাধীন উহার যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর উপর অর্পণ করিতে পারিবে।

৪০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত, পিপিপি অফিস, প্রয়োজনে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৪১। **পিপিপি নীতিমালা প্রণয়নের সরকারের ক্ষমতা।**—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকারি- বেসরকারি অংশীদারিত্ব বিষয়ে জাতীয় পিপিপি নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪২। **বিদ্যমান নীতিমালা রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই আইন কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বিদ্যমান Policy and Strategy for Public Private Partnership (PPP), 2010, অতঃপর রহিত নীতিমালা বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও,—

(ক) রহিত নীতিমালার অধীন কোন অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পাদিত হইয়া থাকিলে উক্ত চুক্তিতে উল্লিখিত মেয়াদকাল পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে;

(খ) রহিত নীতিমালার অধীন কৃত সকল কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(গ) রহিত নীতিমালার অধীন গৃহীত কোন কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত নীতিমালা রহিত হয় নাই।

৪৩। **বিদ্যমান পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) অফিসের পরিসম্পদ, ইত্যাদির হেফাজত।**—এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, বিদ্যমান পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) অফিসের—

(ক) সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ পিপিপি অফিসের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;

(খ) সকল ঋণ, দায়-দায়িত্ব, উন্নয়ন প্রকল্প, যদি থাকে, পিপিপি অফিসের ঋণ, দায়-দায়িত্ব এবং প্রকল্প বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) সকল অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, বিনিয়োগ, তহবিল ও স্বার্থ পিপিপি অফিসের অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, বিনিয়োগ, তহবিল ও স্বার্থ বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(ঘ) সকল চুক্তি, দলিল ও অনুমোদন পিপিপি অফিসের চুক্তি, দলিল ও অনুমোদন বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(ঙ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে চাকরির সকল অধিকার ও সুবিধাসহ পিপিপি অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিবেচিত হইবেন এবং তাহাদের চাকরির শর্তাবলি এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা বা সরকার কর্তৃক আদেশ দ্বারা পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত একই শর্তে পিপিপি অফিসের চাকরিতে নিয়োজিত থাকিবেন।

৪৪। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য Policy and Strategy for Public Private Partnership (PPP), 2010, প্রণয়ন করা হয়। পিপিপি উদ্যোগে বর্তমানে বিভিন্ন সেক্টরে ৪২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২। উক্ত প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও তাহাদের জীবন-মান উন্নয়নের স্বার্থে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন খাতের অবকাঠামো নির্মাণসহ সেবাখাতে ব্যাপক বিনিয়োগ নিশ্চিতকল্পে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব সৃষ্টির আইনি কাঠামো প্রদান, এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে "সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫" প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

মতিয়া চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd